02 SEP 2015

দৈনিক
আমাদের সময়

ঢাবিতে জঙ্গিবাদবিরোধী সেমিনার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তরুণদের নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) মিলনায়তনে 'জঙ্গিবাদের উত্থান এবং করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এ আহ্বান জানান।

ঢাবির ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ এমবিএ অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবির ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক। আইবিএর পরিচালক অধ্যাপক ড. একেএম সাইফুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, বাংলাদেশ এমবিএ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. আমিনুর রহমান ও মেহেদী মাহবুব। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম। আআমস আরেফিন সিদ্দিক এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষার

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) বলেন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ উত্থান মোকাবিলায় সমাজের সব পেশার জনগণকে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের বিভিন্নমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ করে বাংলা মিডিয়াম ও ইংরেজি মিডিয়াম, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। মূল প্রবন্ধে মনিরুল ইসলাম বলেন, জঙ্গিবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অনেক দেশে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে সংঘটিত সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে ইসলামের নামে। ইসলাম ধর্মের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে হতাশ এবং বিপদগামী তরুণদের জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। এই জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।